যুগান্তর

তারিখ 12.9 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদকীয়

অনলাইনে ভর্তি সমস্যা

এই অব্যবস্থা-ও বিশৃঙ্খলার অর্থ কী?

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিতে এবার অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করে ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতিবাচক এই উদ্যোগটি শুরুতেই হোঁচট খেল। পদ্ধতিটি একেবারেই নতুন কিংবা আনকোরা নয়। এই পদ্ধতিতে ভর্তির উদ্যোগ এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেয়া হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের প্রচেষ্টায় হয়রত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি-দুর্ভোগ-উদ্বেগ থেকে রক্ষা করতে অনলাইন ভর্তি পরীক্ষাও নিয়েছে। এই সুন্দর এবং যুগোপযোগী ইতিবাচক পদ্ধতিটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু হতে দেয়া হয়নি। কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থের কাছে মার খেয়ে পিছু হটেছে। এই পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা থেকে ফিরে পুরনো পথে গেছে যবিপ্রবি এবং শাবিপ্রবিও। পদ্ধতিটি বাতিলের প্রক্রিয়ায় রয়েছে বোধকরি।

পরীক্ষিত এই পদ্ধতিটি কলেজ পর্যায়ে শুরুতেই হোঁচট খাবে এমন ভাবনাও কেউ করেননি। কিন্তু তাই ঘটেছে। তিন দিনেও অনলাইনে ভর্তির তালিকা প্রদানের মতো কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি, এটা অচিন্তনীয়। এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে গণমাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সার্ভারের ধারণ ক্ষমতার অভাব, বিপুল ডাটা হ্যান্ডলিংয়ে অনভিজ্ঞতা, বুয়েট ও ঢাকা বোর্ডের কাজে সমন্বয়হীনতা, বেসরকারি যে কোম্পানিটি কাজ পায়নি তারা সাইট কয়েক দফা হ্যাক করেছে প্রভৃতি। উপর্যুক্ত সব কারণই হয়তো দায়ী এই অনভিপ্রেত বিড়ম্বনার জন্য। তবে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা বলেছেন, সফটওয়্যার ত্রুটির কারণেই এটি ঘটার সম্ভাবনা বেশি। এ ঘটনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তও দায়ী বলে মনে করেন অনেকে। কারণ প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল যেসব কলেজের আসন সংখ্যা ৩০০-এর উপরে তারাই শুধু অনলাইন আবেদনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের একক সিদ্ধান্তে, একেবারে শেষ মুহূর্তে সব কলেজকেই অনলাইন ভর্তির আওতাভুক্ত করা হয়। সারা দেশের প্রায় তিন হাজার ৭৫৭টি কলেজকে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্যও বোর্ডের হাতে নেই। ফলে এই হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। যেখানে এখনও পর্যন্ত দেশের উল্লেখযোগ্য কলেজগুলোর নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট নেই, সেখানে এমন একটি আমলাতান্ত্রিক হুকুমদারির মানসিকতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের অর্থ কী? আমাদের দেশে আমলাতন্ত্রের কাজের ধরনের এই পদ্ধতির অবসান এই একুশ শতকেও ঘটেনি, এটাই আফসোসের বিষয়।

দেশে অনলাইনে ভর্তি তালিকা প্রকাশের চেয়ে শতগুণ জটিল ডিজিটাল কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চলছে। শেয়ারবাজারের মতো প্রতিষ্ঠানে, সারা দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, মোবাইল ফোনে টাকা পাঠানোতে প্রায় কোনো বিড়ম্বনা নেই বলা যায়। সেদিক থেকে তুলনা করে বলা চলে এই সমস্যাটি একেবারেই না হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু 'পচা শামুক দিয়ে পা কাটা'টা হচ্ছে আমাদের মজ্জাগত প্রবণতা। ফলে সেই পচা শামুকের তৈরি গিলোটিনে আমাদের সন্তানদের গলা সোপর্দ করা হয়েছে।

সময়মতো ভর্তি সম্পন্ন না হওয়ায় গত ছয় বছর পর এবার শিক্ষাপঞ্জি পরিবর্তনের আশংকা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্য মাত্র ৮ মাস সময় পায়। ১ জুলাই থেকে যদি ক্লাস শুরু না করা যায়, তাহলে তারা পিছিয়ে পড়বে।

দেশে শিক্ষা নিয়ে যেসব ভালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেসব পদক্ষেপ আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে বিকৃত এবং নষ্ট হয়েছে। সেগুলোর দীর্ঘ ফিরিস্তি দেয়া যায়। সেই কর্মকাণ্ডেরই সর্বশেষ প্রমাণ হল অনলাইন ভর্তি তালিকা প্রকাশে ব্যর্থতার এই ঘটনা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে এমন হেলাফেলা না করে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ তথ্য প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতা নিয়ে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে, এটাই আমাদের কাম্য।